চমেক অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ চলছেই

আমাদের সময় ডেস্ক
২২ আগস্ট ২০২৪, ১২:০০ এএম

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গতকাল আরও এক উপাচার্য ও এক উপ-উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন। তারা হলেনÑ নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) উপাচার্য ড. হাফিজা খাতুন। একই দিন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন শাখার অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার কৃষিবিদ ড. মো. হেলাল উদ্দীনকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করবেন। বাকৃবির সংস্থাপন শাখার এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানা যায়।

এদিকে একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রেখে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের (চমেক) অধ্যক্ষ সাহেনা আক্তারের পদত্যাগের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল প্রশাসনিক ভবনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এ

সময় শিক্ষার্থীরা কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশাসনিক ভবনে ঢুকতে দেননি। এতে কার্যত অচল হয়ে পড়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

নোয়াখালী : শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ট্রেজারারের পর এবার পদত্যাগ করলেন প্রো-ভিসি ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী। গতকাল সকালে রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বরাবর পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন তিনি। পদত্যাগপত্রে তিনি বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ উল্লেখ করেন।

পাবনা : অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়েছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি)। গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হাফিজা খাতুন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারী আচার্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, প্রক্টর এবং ছাত্র উপদেষ্টার পদ খালি হলো।

চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের (চমেক) শিক্ষার্থীদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দুই সমন্বয়ক সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহ। গতকাল হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে সাক্ষৎ শেষে চমেকের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেন তারা।

এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনে গণহত্যায় সমর্থনের অভিযোগ তুলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হাসান মুহাম্মদ রোমান শুভকে অব্যাহতির দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল চবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা এ দাবি জানান। এর আগে গত মঙ্গলবার ওই শিক্ষকের অব্যাহতি চেয়ে আইন বিভাগের ডিন বরাবর দরখাস্ত দেন তারা।